

ভূমিকা

যেসব ধানের জমিতে ফসফরাস সারের ঘাটতি রয়েছে সেসব জমিতে ফসফরাস সার প্রয়োগ করলে বিঘাপ্রতি ১১০ - ১৮৫ কেজি ধানের ফলন বাড়ে। এক বিঘায় ২৫০-৪০০ টাকা বাড়তি আয় হয়। ফসফরাস সার হিসেবে টিএসপি ও ডিএপি ব্যবহার করা হয়। অনেকে এ সারকে 'মাইটে সার' বা 'কালো সার' বলে।

ফসফরাসের গুরুত্ব

- ▶ ফসফরাস শিকড় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- ▶ কুশির সংখ্যা বাড়ায়, শিষের সংখ্যা বাড়ায়।
- ▶ সময় মত ফুল আসে ও ধান পাকতে সাহায্য করে।
- ▶ ৪০ কেজি ধান উৎপাদনে ২-৩ কেজি সমপরিমাণ ফসফরাস সার প্রয়োজন।



ফসফরাসের অভাব

ফসফরাস সার

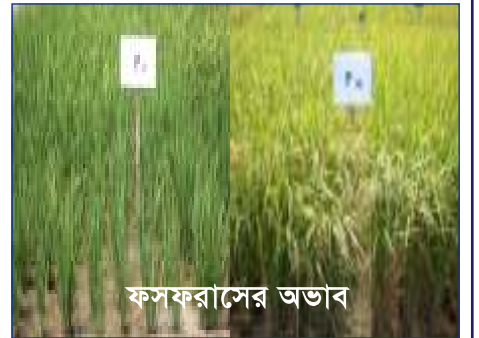
- ▶ বিঘাপ্রতি ৭-১০ কেজি ফসফরাস সার (টিএসপি বা ডিএপি) প্রয়োগ করতে হবে।
- ▶ ফসফরাস সার ক্রয়ের সময় বাঁঝালো গন্ধ, পাথরমুক্ত ও দানা ভেঙে দেখে কিনতে হবে।
- ▶ জমিতে নিয়মিত গোবর প্রয়োগ করলে ফসফরাস সারের অভাব হয় না।



ফসফরাসের অভাব

প্রয়োগের সময়

- ▶ জমি তৈরির সময় ফসফরাস সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ▶ সার প্রয়োগের পর তা ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- ▶ ধান রোপণের পর ফসফরাস সারের অভাব পরিলক্ষিত হলে ফসফরাস সার প্রয়োগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে দিলে কিছু উপকার পাওয়া যেতে পারে।



ফসফরাসের অভাব

চিত্র: ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ

ফসফরাস ঘাটতির আশংকা

- ▶ দীর্ঘদিন ধরে আমন ও বোরো চাষ করা হয় কিন্তু প্রয়োজনীয় ফসফরাস সার ব্যবহার করা হয় না, এমন জমিতে ফসফরাস সার ঘাটতির আশংকা থাকে।

আরো তথ্যের জন্য :

ড. এম এ সালেহ, উচ্চতর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, সাগরদী, বরিশাল ৮২০০, ই-মেইল: asaleque_brri@yahoo.com

অধিবেশন ২: মডিউল ৬
ফসফরাস সার